দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫০

তারিখ ... ... SEP. 17.
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩....

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে *(১২-এর পাতার পর)*

শোকজ নোটিস প্রদান করা হয়েছে। শোকজপ্রাপ্তরা হলেন মোমিন উদ্দীন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শেখ ফরিদ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), সেলিম (ইতিহাস), সাজ্জাদ হোসেন (ইতিহাস), মনির (বাংলা)। কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক জসীম উদ্‌দীন হলের হাউস টিউটর সেলিম ভুইয়া। সদস্য ড. মঈন উদ্দিন কামাল ও আবদুল হালিম।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে ঘাপটি মেরে আছে বহু শিবিরকর্মী ॥ লক্ষ্য-২০০১ সাল নাগাদ ঢাবি ক্যাম্পাস দখল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী দু'হাজার এক সাল নাগাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের টার্গেট নিয়ে শিবির কর্মীরা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে অবস্থান করছে। ক্যাম্পাস দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাটাবন মসজিদ থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

ছাত্রলীগের দু'টি হল কমিটির সভাপতি শিবিরের প্রথম সারির নেতা, বর্তমান ছাত্রলীগ হল শাখা নেতাদের মধ্যে কমপক্ষে শতাধিক কর্মী শিবিরের সাথে যোগাযোগ রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ, জিয়া হল, সূর্যসেন, মুহসীন, এসএম, বঙ্গবন্ধু ও জসীম উদ্‌দীন হলে শিবিরের অবস্থান সুদৃঢ় বলে সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে শিবির নেতাদের অবস্থান আছে। তবে এদের আবিষ্কার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তারা অবস্থান পরিবর্তন করছে। দু'হাজার এক সালের মাঝামাঝি সময়ে রাতের অন্ধকারে আকস্মিক ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্যাম্পাস দখলে নেয়ার মহা পরিকল্পনা নিয়ে তারা কাজ করছে।

কাটাবন মসজিদ থেকে ১০ শিবির নেতা ক্যাম্পাসের হলগুলো তদারকি করছে। ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্মকর্তা। এই তিন কর্মকর্তা নব্য আওয়ামী লীগার হয়েছেন। এঁদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের জনৈক সদস্যের সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক। ক্যাম্পাস থেকে শতাধিক ছাত্র নিয়মিত কাটাবন মসজিদে সাংগঠনিক কাজে যায়। শিবিরের নেটওয়ার্ক আবিষ্কারের পর আপাতত এরা গা ঢাকা দিয়েছে।

ক্যাম্পাস পুলিশের উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্যাম্পাসে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাদের নিকট চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে ক্যাম্পাসের পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়ার কারণে তারা বহিরাগতদের গ্রেফতার করতে পারছেন না। এদিকে হলে বহিরাগতের আগমন আরও বেড়েছে। বুধবার রাতে একটি কক্ষে কর্তৃপক্ষের লাগানো তালা ভেঙ্গেছে 'শফিক বাহিনী'র সদস্যরা। এই ঘটনায় হল প্রভোস্ট বৃহস্পতিবার হাউস টিউটরদের নিয়ে মিটিং করেছেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সরকারের একটি নীতিনির্ধারক মহলের ছায়াদানের কারণে হল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে হিমশিম খাচ্ছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গেছে।

জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রলীগ মুহসীন হল শাখা সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেছেন, তিনি কোন চাঁদাবাজি করেন না। কিভাবে রাজনীতির খরচ চালান– এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন 'ঠিকাদারী ও ব্যবসা বাণিজ্য করে খরচ চালাই'। বর্তমানে তাঁর ঠিকাদারী কাজের তিনটি সাইড চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিকে গত বুধবার রাতে হাজাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বেশ কয়েকজন ক্যাডার হলের ২৫৪ ও ২৫৫ নম্বর কক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বুধবার রাতে কর্তৃপক্ষের লাগানো তালা ভেঙ্গে ৩৩১ নম্বর কক্ষে বহিরাগতরা অবস্থান নিয়েছে বলে একজন হাউস টিউটর জানিয়েছেন। এ নিয়ে হল প্রভোস্ট গতকাল মিটিং করেছেন। প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. খাইরুল হোসেন জানিয়েছেন, হল কে নিয়ন্ত্রণ করে তা দেখার দায়িত্ব তাঁর নয়, প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোই তাঁর দায়িত্ব। তবে তিনি হলে এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা সহ্য করবেন না। ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন।

জিয়া হল গেটে ছাত্রলীগ নেতা ফারুক শিকদারকে হামলার ঘটনায় পাঁচজনকে 'কেন বহিষ্কার করা হবে না' এই মর্মে

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)